বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল

সহায়িকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য

এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ
এ্যাডোলেসেন্ট এ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এ্যান্ড এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল সহায়িকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য

বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল সহায়িকা সম্পাদনা কমিটি

প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

উপদেষ্টা ও নির্দেশক
ডা. মোঃ শামসুল হক
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সম্পাদক
ডা. মোঃ সবিজুর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সহ-সম্পাদক
ডা. মোঃ আমান উল্লাহ
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ)
এ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

গ্রন্থনা/ সংকলণ
ডা. শাহানা নাজনীন
কনসালট্যান্ট, সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
রাসেল শেখ

প্রকাশক
এ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এ্যান্ড এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশঃ ২০২১

সহযোগিতায়
ইউএসএআইডি সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল সহায়িকা প্রস্তুতকরণে যারা অবদান রেখেছেন

ডা. মোঃ শামসুল হক
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. মোঃ সবিজুর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলেসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ্ প্রোগ্রাম, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. মোঃ জয়নাল হক
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলেসেন্ট অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্, এমসিএইচ-সার্ভিসেস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডা. মোঃ আমান উল্লাহ
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলেসেন্ট হেলথ্, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. নাসরিন আক্তার
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এমঅ্যান্ডই), এডোলেসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ্ প্রোগ্রাম, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. সিরাজুম মুনিরা
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কুল হেলথ্, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মোহাম্মদ মাজহারুল হক মাসুদ
অ্যাসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর ট্রেনিং ১, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

ডা. মোঃ নূরুল ইসলাম খান
ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

নন্দিনী লোপা
লিয়াজোঁ অফিসার, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটিস, বিশ্বব্যাংক

ডা. মোহাম্মদ মুনির হোসেন
প্রোগ্রাম এনালিষ্ট - এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ, ইউএনএফপিএ

ডা. ইসতিয়াক সাঈদ
কনসালট্যান্ট, এমএনসিএইচ, ইউনিসেফ

ডা. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার
প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর-স্বাস্থ্য, কেয়ার বাংলাদেশ

ডা. মোঃ শহীদুল আলম
টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, উজ্জীবন, বিসিসিপি

ডা. রিয়াদ মাহমুদ
পলিসি এন্ড টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার, অফিস অফ পপুলেশন, হেলথ, নিউট্রিশন এন্ড এডুকেশন, ইউএসএআইডি

ডা. ফাতেমা শবনম
এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ স্পেশালিষ্ট, সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

ডা. পারভীন আক্তার
এডোলেসেন্ট এন্ড ইয়ুথ ম্যানেজার, সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

বশির আহমেদ
এডোলেসেন্ট এন্ড ইয়ুথ কোঅর্ডিনেটর, সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

ডা. শাহানা নাজনীন
কনসালট্যান্ট, সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

বাণী

বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধির কারণে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা নাজুক হয় এবং ঝুঁকিতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে তাদেরকে সুস্থ মনে হলেও বিভিন্ন কারণে তারা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। কিশোর-কিশোরীরা সাধারনত: স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য বা সেবা নেয়ার জন্য প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছে খুব কমই যায়; আবার অনেকেই সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করলে সেবা নিতে যায় যার ফলাফল সবসময় ইতিবাচক হয় না। সুতরাং, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বিভিন্ন মাধ্যমে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রদান এবং বিভিন্ন পর্যায়ে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা প্রয়োজন।

কিশোর-কিশোরীরা বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় থাকা অবস্থায় তাদের বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে, যা শিক্ষকদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। সেজন্য তাদেরকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছে নিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়/মাদ্রাসা থেকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারীর কাছে যাওয়ার প্রক্রিয়া একটি ব্যবস্থার মধ্যে আনা প্রয়োজন যা শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী - সকলেই জানবেন ও মেনে চলবেন। বিদ্যালয়/মাদ্রাসা থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবার রেফারাল ব্যবস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন। এটি বাস্তবায়িত হলে তাদের স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তারা আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাবে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনের হার বাড়বে।

এই কার্যক্রমটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিভাগসমূহের মধ্যে আরো নিবিড় কর্মসম্পর্ক তৈরী হবে এবং এ থেকে উভয়েই উপকৃত হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের কি ধরণের সমস্যা হলে রেফারাল কেন্দ্রে পাঠাতে হবে তা জানতে ও উক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে এই সহায়িকাটি সাহায্য করবে। আশা করছি কার্যক্রমটি কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ডাঃ মোঃ শামসুল হক
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএইচ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

বাণী

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা থেকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাদেরকে পাঠানো বা রেফার করার এই ব্যবস্থাটি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিভাগসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ কার্যক্রম। আরেকটি যৌথ উদ্যোগ হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার/অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা যা উপরোক্ত কার্যক্রমকে জোরদার করবে।

এই সহায়িকাটি প্রস্তুতকরণে ডাঃ মোঃ শামসুল হক, পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর এমএনসিঅ্যান্ডএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, উৎসাহ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন; তার অবদানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সময় ও কারিগরী নির্দেশনা দিয়ে এই সহায়িকা প্রণয়ণে সহায়তা করেছেন; তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কাজটিতে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছেন ইউএসএআইডি এবং পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল - এজন্য বাংলাদেশ সরকার এবং সকল কিশোর-কিশোরী তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কার্যক্রমটি কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

ডাঃ মোঃ সবিজুর রহমান

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা	৯
২	ভূমিকা: • কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রভিত্তিক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা • বাংলাদেশে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা রেফারালের বর্তমান অবস্থা • বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে রেফারাল ব্যবস্থা তৈরীর উদ্দেশ্য	১০
৩	রেফারাল এবং বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারাল	১২
৪	রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চলমান কৈশোরকালীন বা কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবাসমূহ এবং রেফারাল ফ্লো-চার্ট	১৪
৫	কিশোর-কিশোরীর যেসব সমস্যায় শিক্ষকগন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করবেন	১৬
৬	বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারালের প্রক্রিয়া	১৭
৭	রেফারালের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের করনীয়	১৮
৮	রেফারাল ফলোআপ ব্যবস্থা	১৯
৯	রেফারালের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা	২০
১০	স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারাল সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যা জানা প্রয়োজন	২১
১১	বিভিন্ন পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী	২২
১২	সংযোজনী: ছাত্র-ছাত্রীদের রেফারেল স্লিপ - নমুনা	২৪

১. সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল সহায়িকাটি মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাকালীন সময়ে কোন শারিরীক বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হলে তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সঠিকভাবে রেফার করতে শিক্ষকগণকে সাহায্য করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের রেফার করার কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই যা ব্যবহার করে স্বাস্থ্য বিভাগ অথবা শিক্ষা বিভাগ এগিয়ে যেতে পারে। সে কারনে এই সহায়িকাটি তৈরী করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগকে মানসম্পন্নভাবে কার্যক্রমটি শুরু করতে এবং চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। উপরন্তু, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে একটি নিয়মতান্ত্রিক যোগাযোগ তৈরী হবে। এখানে বিদ্যালয় বলতে মাদ্রাসাকেও বোঝানো হয়েছে।

রেফারালের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ছাড়াও রেফারাল এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারালের বিভিন্ন বিষয়ে এই সহায়িকাটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষকগণ 'বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল সহায়িকা'টি ভালভাবে আত্মস্থ করবেন ও কোন প্রশ্ন থাকলে জানার জন্য বা শেখার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগসমূহের সাহায্য নিতে পারেন।

সফল রেফারালের ফলে একদিকে যেমন কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার হার বাড়বে এবং তাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে, তেমনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেসকল কৈশোর স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় সেগুলোর গুনগত মানও বাড়বে।

২. ভূমিকা:

২.১ কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রভিত্তিক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রভিত্তিক সেবা প্রয়োজন -

- তাদের সামগ্রিক কল্যানের লক্ষ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিণত মানুষে তৈরী হতে সাহায্য করবে
- তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে
- বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সমাধান এবং জটিলতা রোধ করতে সাহায্য করবে
- প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও কাউন্সেলিং সেবা পেতে সাহায্য করবে
- ভবিষ্যত জীবনের সুস্থতা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রভিত্তিক সেবা নেয়ার অভ্যাস তৈরী করতে সাহায্য করবে

২.২ বাংলাদেশে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা রেফারালের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা রেফারালের আলাদা কোন ব্যবস্থা চালু নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পর্যায় ও সেবা পাওয়ার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে রেফার করা হয়ে থাকে। সাধারনত ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের পর বিশেষজ্ঞ সেবার প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের সকল জেলায় নির্দিষ্টভাবে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা চালু না থাকলেও স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ এবং জেলা পর্যায়ে ২৩টি স্কুল হেলথ ক্লিনিকের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের ১,২০০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব বা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা চালু রয়েছে। নিম্নলিখিত সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে বর্তমানে কৈশোরবান্ধব বা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়িত হচ্ছে -

- জেলা হাসপাতাল
- মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র
- স্কুল হেলথ ক্লিনিক: সকল ক্লিনিকে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা এখনো চালু হয়নি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র

পাশাপাশি বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাইভেট ক্লিনিক বা হাসপাতালের মাধ্যমেও জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কৈশোরবান্ধব বা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে।

২.৩ বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের মধ্যে রেফারাল ব্যবস্থা তৈরীর উদ্দেশ্য

ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কৈশোরকালের পুরোটাই বা বেশীর ভাগ সময় কাটায় বিদ্যালয়ে যেখানে তারা শিক্ষক ও সহপাঠী বা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে তারা শেখে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। এই সময়ে তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরী হয় যা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এসকল বিষয়গুলি তাদের সঠিকভাবে জানা না থাকায় অনেকসময় তারা শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে সমস্যায় পড়ে এবং সেগুলো তারা বাবা-মা বা বয়স্ক অভিভাবকের সাথে আলোচনা করতে চায় না বা করেনা। সেজন্যই তাদের প্রয়োজন স্বাস্থ্যকেন্দ্রভিত্তিক সেবা যা তাদেরকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরী করতে সাহায্য করবে এবং জটিলতা রোধ করবে। পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রভিত্তিক সেবার প্রয়োজনীয়তা এবং সেবা নেয়ার অভ্যাস চালু রাখার উপকারিতা বুঝতে পারবে।

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য কমিউনিটি, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারী এবং সেরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সব পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। সেজন্যই রেফারেল ব্যবস্থার প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ঘটবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এ সকল সেবা পাওয়া যাবে যার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা উপকৃত হবে।

৩. রেফারাল এবং বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারাল

৩.১ রেফারাল

রেফারাল হচ্ছে কোনো রোগীর যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অপর্যাপ্ত সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত সুবিধাসম্পন্ন বা উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। রোগীর জটিলতা এবং মৃত্যুঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলে রেফারালের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

যে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী যাওয়ার পর কেন্দ্র প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার পরিধি যখন রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসার আওতার বাইরে হয়, তখন যে কেন্দ্রে সেবাটি পাওয়া যাবে সেখানে রোগীকে পাঠানো হয়; এই প্রক্রিয়াকে রেফারাল বলে। সাধারনত বর্তমান পর্যায় থেকে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়।

৩.২ বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারাল

বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোই হচ্ছে বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারাল। তবে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হবে সেটা নির্ভর করে রোগীর প্রয়োজন এবং সেখানকার প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার পরিধির উপর।

৩.৩ চলমান কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার তালিকা*

একই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য ও সেবা দেওয়াই কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্য। এই কেন্দ্রগুলো থেকে যেসব পরামর্শ ও সেবা সাধারনত প্রদান করা হয়, সেগুলো হচ্ছে:

ক) তথ্য ও পরামর্শ

- বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে পরামর্শ
- খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ
- টিডি ও অন্যান্য টিকা সম্পর্কে তথ্য
- সাধারণ ও মাসিক সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- বাল্যবিবাহ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ
- মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময় সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ
- সঠিক বয়সে সন্তান ধারণ ও দুই সন্তানের মধ্যে জন্মের সঠিক বিরতি বিষয়ক পরামর্শ

খ) চিকিৎসা সেবাসমূহ

- যৌন ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা
- মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা
- রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা ও আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ
- গর্ভসংক্রান্ত সেবা ও ব্যবস্থাপনা
- টিডি টিকা
- সাধারণ রোগের চিকিৎসা
- বিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ
- বিবাহিত কিশোরীদের জন্য মাসিক নিয়ন্ত্রণ (এমআর)

পরিবার পরিকল্পনা ও মাসিক নিয়ন্ত্রণ (এমআর) সেবা দেশের প্রচলিত আইন ও সরকারের নির্দেশনা মেনে প্রদান করা হয়।

**তথ্যসূত্র: কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ২০১৯, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়*

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কোথায় কোথায় কী কী সেবা পাওয়া যাবে সেগুলো ২২-২৩ নং পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ্য করা হয়েছে

৪. রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রেফারাল ফ্লো-চার্ট

৪.১ কিশোর-কিশোরীদের জন্য রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র

পর্যায়	সরকারী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সরকারী পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	বেসরকারী এবং প্রাইভেট
বিভাগীয়	• মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল • বিশেষায়িত হাসপাতাল		• মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল • বিশেষায়িত হাসপাতাল
জেলা	জেলা হাসপাতাল	জেলা হাসপাতাল	• স্বাস্থ্যকেন্দ্র • ক্লিনিক বা হাসপাতাল
	স্কুল হেলথ ক্লিনিক	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	
উপজেলা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	• স্বাস্থ্যকেন্দ্র • ক্লিনিক বা হাসপাতাল
		মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	
ইউনিয়ন	উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	• স্বাস্থ্যকেন্দ্র • ক্লিনিক
		মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (১০ বেড)	
কমিউনিটি	কমিউনিটি ক্লিনিক	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	• স্বাস্থ্যকেন্দ্র • ক্লিনিক

৪.২ রেফারাল ফ্লো-চার্ট (সরকারী পর্যায়ে)

জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে বিদ্যালয় থেকে নীচের ফ্লো-চার্ট অনুযায়ী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করতে পারে।

এছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাইভেট ক্লিনিক বা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে রেফার করা যেতে পারে।

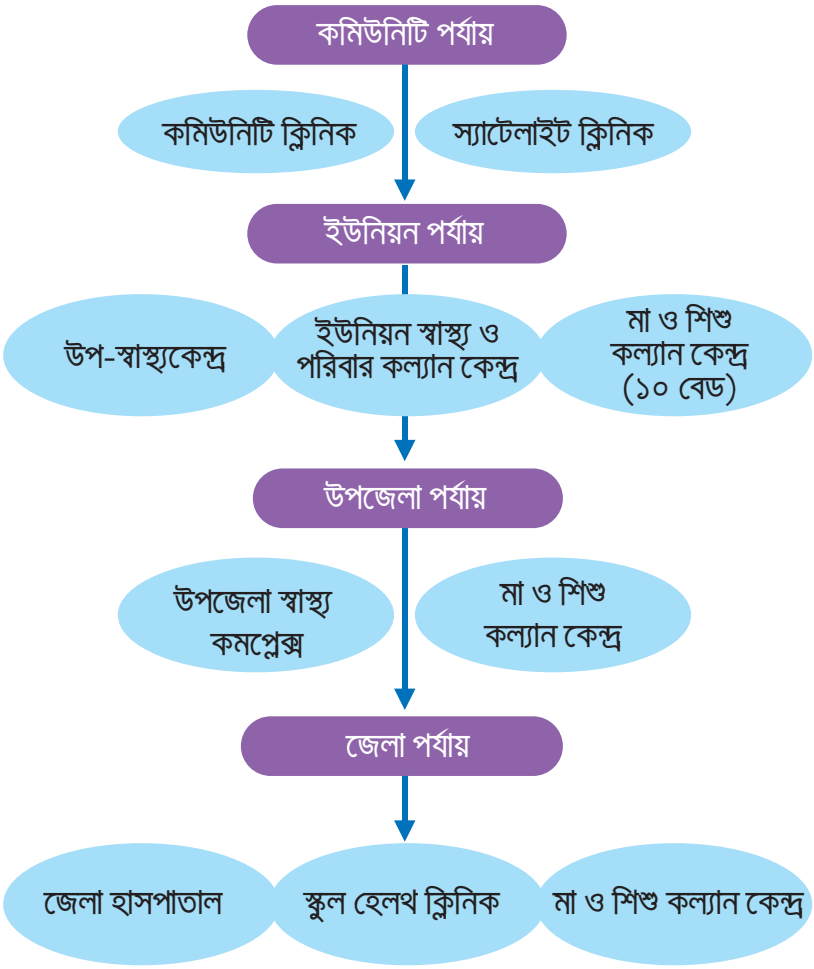

৫. কিশোর-কিশোরীর যেসব সমস্যায় শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করবেন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের/মাদ্রাসার শিক্ষকগণ কিশোর-কিশোরীদের যেসকল তথ্যের জন্য এবং সমস্যার কারনে তাদেরকে নিকটস্থ বা সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করবেন:

কিশোরী	কিশোর
• বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন বিষয়ক পরামর্শ • মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা • পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ ও পুষ্টিজনিত সমস্যা • টিডি/অন্যান্য টিকা সম্পর্কে তথ্য এবং টিকা নেয়া • সাধারণ ও মাসিক সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরামর্শ • বাল্যবিবাহ ও প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ • প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা • রক্তস্বল্পতা সনাক্তকরন ও চিকিৎসা • কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ • মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময় সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ • সাধারণ রোগের চিকিৎসা • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা • অন্য যেকোন সমস্যা	• বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন বিষয়ক পরামর্শ • সাধারণ ও স্বপ্নে বীর্যপাত সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরামর্শ • পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ ও পুষ্টিজনিত সমস্যা • প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা • রক্তস্বল্পতা সনাক্তকরন ও চিকিৎসা • কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ • মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময় সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ • সাধারণ রোগের চিকিৎসা • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা • অন্য যেকোন সমস্যা

ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় থাকাকালীন সময়ে তাদের নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ হতে পারে, যেগুলো শিক্ষকগন জানতে বা বুঝতে পারলে নিকটস্থ ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করতে পারেন।

- মাথা ঘুরানো
- শরীর দুর্বল লাগা
- জ্বর
- মাথা ব্যথা
- বমিভাব বা বমি
- পাতলা পায়খানা
- পেট ব্যথা
- মাসিকের জন্য তলপেটে ব্যথা ও অতিরিক্ত রক্তস্রাব
- আঘাতজনিত সমস্যা - ব্যথা, কাটা, পোড়া, রক্তক্ষরন, হাড় ভাঙ্গা
- অজ্ঞান হওয়া
- সর্দি- কাশি
- চর্মরোগ
- পুষ্টিজনিত সমস্যা
- মানসিক সমস্যা
- নাক, কান, গলা, দাঁত ও চোখের সমস্যা

তবে যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রদেয় সেবাসমূহ জেনে কিশোর-কিশোরীদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা যায়, তাহলে তাদের সমস্যার সুষ্ঠু ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা করা এবং চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়।

৬. বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারালের প্রক্রিয়া:

বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করার সময় নীচের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটি অনুসরন করা যায়। যেমন -

- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ: বিদ্যালয় নিকটস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে পারে। তালিকায় রেফারাল কেন্দ্রের সেবার ধরণ, সেবার পরিধি এবং যোগাযোগকারী কর্তৃপক্ষের জরুরি মোবাইল নম্বর রাখা যেতে পারে। সেবাদানকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন যাতে কিশোর-কিশোরীদের পাঠালে তারা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপনা বা চিকিৎসা পায়। রেফার করার পর উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে আবার যোগাযোগ করে কিশোর-কিশোরীর সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়
- কিশোর-কিশোরী ও তাদের বাবা-মাকে রেফারালের পূর্বে কেন এবং কোন কেন্দ্রে রেফার করা হচ্ছে তা জানানো উচিত
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার সময় প্রয়োজন হলে শিক্ষক অথবা অভিভাবকের সাথে যাওয়া উচিত- কিশোরীদের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক ও কিশোরদের ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষক। তবে সেবাদানকারী যখন কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনা শুরু করবেন, তখন গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখার জন্য, তাদের দু'জনকে আলাদাভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়া উচিত
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চাত্র-চাথীদের রেফার করার সময় একটি রেফালাল স্লিপ (যেখানে সমস্যা লেখা থাকবে) সাথে দিতে পারেন (নমুনা সংযোজনীতে দেয়া আছে)
- কিশোর-কিশোরীদের রেফার করার সময় শিক্ষক রেফারাল রেজিষ্টারে তথ্য রাখতে পারেন যা পরবর্তীতে তাদের কাজে লাগতে পারে
- উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার/অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার সময় কিশোর-কিশোরীদের রেফার করতে পারেন
- কিশোর-কিশোরীদের রেফার করার সময় প্রয়োজন হলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা কমিউনিটি যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারেন
- জরুরি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিকটস্থ জরুরি বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন

৭. রেফারালের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের করনীয়:

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারালের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের করনীয়:

- রেফারালের দায়িত্ব: ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সমস্যা হলে রেফার করার দায়িত্ব নির্দিষ্ট শিক্ষকদেরকে (পুরুষ ও মহিলা) দেয়া এবং তাদেরকে সহায়িকা দেয়া এবং বিষয়বস্তু জানানো
- কিশোর-কিশোরীর অংশগ্রহন: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ক্লাশে ষ্টুডেন্ট কেবিনেট বা ষ্টুডেন্ট ব্রিগ্রেড বা লিটল ডক্টর রয়েছে যারা কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা হলে সেবা নেয়ার বিষয়ে তথ্য দিতে ও উদ্বুদ্ধ করতে পারে
- যোগাযোগ রাখা: দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা উচিত
- রেফারাল কেন্দ্রের তালিকা: রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা এবং তথ্যসমূহ বিদ্যালয়ের/মাদ্রাসার দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে যা কিশোর-কিশোরীরা জানতে এবং প্রয়োজনীয় সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। নীচে একটি নমুনা ছক দেয়া হলো -

নিকটস্থ রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা		
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	কি কি স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়	যোগাযোগকারী কর্তৃপক্ষের জরুরি মোবাইল নম্বর

- সকালে শপথ নেয়ার সময়, ক্লাশ টিচার ক্লাশ শুরু করার আগে বা স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্লাশের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের এসব বিষয়ে তাদের করণীয়সমূহ প্রতিদিন বা নিয়মিতভাবে মনে করিয়ে দেয়া যেতে পারে
- সহায়তা চাওয়া: সমস্যার উদ্ভব হলে সমাধানের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা কমিউনিটির সহায়তা চাওয়া যেতে পারে

৮. রেফারাল ফলোআপ ব্যবস্থা:

মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠালে চিকিৎসা নেয়ার পর যখন তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পরে আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে বলা হয়, সেটিই হচ্ছে ফলোআপ। অনেকসময় কিশোর-কিশোরীরা বা তাদের অভিভাবকগণ কিছুটা ভাল হলে পুনরায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। এ কারনে তাদের সমস্যা পুরোপুরি ভালো হয় না বা হতে সময় নেয়। তাই ফলোআপে যাওয়ার জন্য তাদেরকে বুঝানো এবং সেটি নিশ্চিত করা উচিত। এই কাজটি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ করতে পারেন; তাছাড়া উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার/অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণও কাজটি করতে পারেন।

৯. রেফারালের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা:

নীচে উল্লেখিত বিভিন্ন কারনে রেফারাল ব্যবস্থায় ব্যঘাত ঘটতে পারে -

- অজানা বিষয়ের প্রতি ভীতি, যেমন - যাতায়াত ব্যবস্থা, খরচ, রেফারাল কেন্দ্রে রোগী ভর্তির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি
- নিজের বা অন্যের পূর্বের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা
- টাকা ও যানবাহনের অভাব
- রেফারকৃত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব বেশী এবং রাস্তার অবস্থা খারাপ
- রাত্রিকালীন সময় ও আবহাওয়াজনিত সমস্যা
- কোথায় রেফার করতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকা
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নেয়ার ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীদের লজ্জা ও সংকোচবোধ
- রোগী এবং রোগীর পরিবার বিভিন্ন কারনে রাজি না হলে, যেমন - সেবাপ্রদানকারী দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন মনে হলে, রোগী রেফার করার মতো জটিল অবস্থায় নেই বলে মনে হলে ইত্যাদি

কার্যকরী রেফারাল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রেফারালের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা দূর করা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য নীচের ব্যবস্থাসমূহ নেয়া যেতে পারে -

- রেফারাল কেন্দ্রে যাওয়ার আগে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা, সম্ভাব্য খরচ, কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারনা দেয়া
- ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে তাদেরকে/অভিভাবককে ধারনা দেয়া
- রেফারাল কেন্দ্রে যাওয়ার খরচ বহনে বা যানবাহন যোগাড় করতে অসমর্থ হলে, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির কাছে সহযোগিতা চাওয়া
- উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার/অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ভয়, সংকোচ ও লজ্জা দূর করতে তাদেরকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করাতে পারেন।

১০. স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারাল সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের যা জানা প্রয়োজন

বিদ্যালয়ের রেফারালের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের নীচের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা উচিত যা তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেঃ

- কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রভিত্তিক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা
- বাংলাদেশে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা রেফারালের বর্তমান অবস্থা
- বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের মধ্যে রেফারাল ব্যবস্থা তৈরীর উদ্দেশ্য
- রেফারাল এবং বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব
- রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ, চলমান কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবাসমূহ এবং রেফারাল ফ্লো-চার্ট
- কিশোর-কিশোরীর যেসব সমস্যায় শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করবেন
- বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারালের প্রক্রিয়া
- রেফারালের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের করনীয়
- রেফারাল ফলোআপ ব্যবস্থা
- রেফারালের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা
- বিভিন্ন পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী

সেক্ষেত্রে শিক্ষকগণের 'বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক রেফারাল সহায়িকা'টি ভালভাবে আত্মস্থ করা উচিত। প্রয়োজনে বা কোন প্রশ্ন থাকলে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে আলোচনা করে জেনে নিতে পারেন।

১১. বিভিন্ন পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী

স্বাস্থ্যকেন্দ্র	কমিউনিটি ক্লিনিক	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র/ পরিবার কল্যান কেন্দ্র	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী	কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার	মেডিকেল অফিসার, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, নার্স, পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা
তথ্য ও কাউন্সেলিং সেবা:				
বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন	✓	✓	✓	✓
খাদ্য ও পুষ্টি	✓	✓	✓	✓
টিডি ও অন্যান্য টিকা	✓	✓	✓	✓
সাধারন ও মাসিক সংক্রান্ত পরিচ্ছন্নতা	✓	✓	✓	✓
বাল্যবিবাহ ও প্রজনন স্বাস্থ্য	✓	✓	✓	✓
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	✓	✓	✓	✓
সঠিক বয়সে সন্তান ধারণ ও দুই সন্তানের মধ্যে জন্মের সঠিক বিরতি	✓	✓	✓	✓
কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	✓	✓	✓	✓
মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময়	✓	✓	✓	✓
চিকিৎসা সেবা:				
যৌন ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা		✓		✓
মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা		✓	✓	✓
রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা ও আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরন		✓	✓	✓
গর্ভসংক্রান্ত সেবা ও ব্যবস্থাপনা		✓	✓	✓
টিডি টিকা		✓	✓	✓
সাধারন রোগের চিকিৎসা		✓	✓	✓
পরিবার পরিকল্পনা (বিবাহিতদের জন্য)			✓	✓
মাসিক নিয়ন্ত্রন/এমআর (বিবাহিতদের জন্য)				✓
উপরোক্ত তালিকায় উল্লেখিত সমস্যার বাইরে অন্য যেকোন সমস্যা/জরুরী অবস্থা				✓

জেলা হাসপাতাল	মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র	স্কুল হেলথ ক্লিনিক	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	এনজিও/প্রাইভেট হাসপাতাল/ ক্লিনিক	স্যাটেলাইট ক্লিনিক
উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, নার্স	ঈরিবার কল্যান পরিদর্শিকা	নার্স, মেডিকেল অফিসার	কাউন্সেলর, নার্স	প্যারামেডিক, কাউন্সেলর	পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	

১২. সংযোজনী: ছাত্র-ছাত্রীদের রেফারেল স্লিপ - নমুনা

রেফালেল স্লিপ

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা (ফোন নাম্বারসহ)	:
রেফারালের তারিখ ও সময়	:
রেফারাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	:
ছাত্র/ছাত্রীর নাম	:
অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা	:
শ্রেণী	:
বয়স	:
সমস্যার বিবরণ	:
রেফারালের পূর্বে কোন প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকলে, তার বিবরণ	:
শিক্ষকের স্বাক্ষর	: